

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সহজ পদ্ধতিতে হজ্ব ও জিয়ারত

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

বই	সহজ পদ্ধতিতে হজ্ব ও জিয়ারত
সম্পাদনা	শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স
সৌজন্যে	রিয়াদুল কুরআন একাডেমি

সহজ পদ্ধতিতে হজ্ব ও জিয়ারত

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

﴿j mVY- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব;

cV 3 b `wC- আল্ আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদী আরব; ﴿úKvi ﴿cm

﴿Uif eVsj v; চেয়ারম্যান : মাকারেমুল আখলাক ফাউন্ডেশন-উত্তরা, সেক্টর ৩, ঢাকা।

পরিচালক : রিয়াদুল কুরআন একাডেমি-উত্তরা, সেক্টর-4, XvKv।



দুইলকবর

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হজ্ব ও উমরার হুকুম ও ফযীলত	৮
হজ্ব ও উমরার ফযীলত	১১
হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	১৩
মাবরুর হজ্জের শর্তসমূহ	১৫
জরুরি বিধানসমূহ	১৭
হজ্জের প্রকারসমূহ	২১
ইহরাম বাঁধার পূর্বে ও পরের কার্যাবলি	২২
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলি	২৬
ইহরাম অবস্থায় যা জায়েজ	৩১

বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে কার্যাবলি	৩২
তাওয়াফের কার্যাবলি	৩৩
সান্নির কার্যাবলি	৩৬
৮-যিলহজ্জের কার্যাবলি	৩৮
৯-যিলহজ্জের কার্যাবলি	৩৯
১০-যিলহজ্জের কার্যাবলি	৪২
১১, ১২ ও ১৩ তারিখের কার্যাবলি	৪৪
জরুরি কিছু মাসায়েল	৪৫
মসজিদে নববীর জিয়ারত	৫০
যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু হাজীগণ ও জিয়ারতকারীরা করে থাকেন	৫৩



বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখকের কথা

إن الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد.

হজ্জের বিধানসমূহ জীবনে খুবই কম অনুশীলন হয়; যার কারণে এটা বুঝা ও বাস্তবায়ন করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক প্রস্তুতি নেয়ার পরেও অনেকে ভুল করে বসেন। তাই সর্বসাধারণের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং বিজ্ঞ আলেমগণের ফতোয়ার আলোকে সহজ পদ্ধতিতে ও সরল ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে এই “সহজ পদ্ধতিতে হজ্জ ও জিয়ারত” প্রস্তুত করা হলো। আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি একমাত্র এই কাজের তৌফিক দাতা। হে আল্লাহ! আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তোমার নিজ অনুগ্রহে কবুল করুন। হে দয়াময়! আমাদের সকলকে একমাত্র তোমার জন্য ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পন্থায় হজ্জ ও উমরাহ করার জন্য তোমার সাহায্য দান করুন। হে বিশ্ব জাহানের মালিক! সকলের উমরাকে কবুল ও হজ্জকে মাবরুর করে এবং সমস্ত গুনাহ মাফ করে তোমার জান্নাতকে একমাত্র প্রতিদান হিসাবে নির্ধারিত করুন।

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী

সহজ পদ্ধতিতে হজ্জ ও জিয়ারত

হজ্ব ও উমরার হুকুম ও ফযীলত

হজ্ব ও উমরার হুকুম :

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমার রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বকে ইসলামের পঞ্চম রোকন ঘোষণা করেছেন। হজ্ব আত্মিক, মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক এবং ত্যাগের সমন্বয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

হজ্ব প্রতিটি সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার পালন করা ফরজ। এ মর্মে আল্লাহর বাণী : “মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, যারা সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন তার হজ্ব পালন করে; আর যারা এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তাদের জেনে রাখা আবশ্যিক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।” [সূরা আল-ইমরান : ৯৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “হে মানব সকল! আল্লাহ তোমাদের প্রতি হজ্জকে ফরজ করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন কর।”^[১]

মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মানসুর رحمہ اللہ স্বীয় সুনান গ্রন্থে উমার ইবনে খাতব رحمہ اللہ হতে বর্ণনা করেন, তিনি رحمہ اللہ বলেছেন : “আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছুসংখ্যক লোককে রাজ্যের শহরগুলোতে প্রেরণ করি এবং তারা ঐ সমস্ত লোককে খুঁজে দেখুক, যারা হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না। এরপর তাদের উপর তারা জিযিয়া (কর) চাপিয়ে দিক, কেননা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ পালন করে না, তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়।”

হজ্জ ফরজ হলে তা তাড়াতাড়ি পালন করা একান্ত প্রয়োজন। ইবনে আব্বাস رحمہ اللہ হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “তোমরা ফরজ হজ্জের জন্য তাড়াতাড়ি কর, কেননা তোমাদের

[১] মুসলিম

কেউ এ কথা জানে না যে, তার ভাগ্যে কী রয়েছে।”^[২]

উমরা ওয়াজিবের দলিল : উমার  হতে বর্ণিত হাদীসে জিবরাইল  কর্তৃক ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে এক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

“ইসলাম হচ্ছে : ...আল্লাহর ঘরের হজ্ব করবে এবং উমরাহ পালন করবে...”^[৩]

আয়েশা  হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “মেয়েদের উপর যুদ্ধ ছাড়া জিহাদ ফরয আর তা হচ্ছে হজ্ব ও উমরাহ।”^[৪]

[২] আহমাদ

[৩] হাদিসটি ইমাম ইবনে খুজাইমা ও দারাকুত্বনী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন

[৪] হাদিসটি সহীহ, আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

হজ্জ ও উমরার ফযীলত

১. আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ : আল্লাহ তা‘য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন : “আমার প্রিয় জিনিসের মধ্য হতে বান্দার প্রতি যা আমি ফরজ করেছি তা দ্বারা যত আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে অন্য কিছু দ্বারা করতে পারে না।”^[৫]
২. পাপসমূহের ক্ষমা ও মার্জনা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং কোনো প্রকার যৌন কামনা-বাসনা করে না, কোনো প্রকার ফরজ-ওয়াজিব ত্যাগ ও হারাম লঙ্ঘন করে না, সে তার পাপসমূহ থেকে ঐরূপ ফিরে আসে, যেদিন তাকে তার মা ভূমিষ্ঠ করেছিল।”^[৬]
৩. জান্নাতে প্রবেশ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “হজ্জ মাবরুরের প্রতিদান

[৫] বুখারী

[৬] বুখারী ও মুসলিম

হচ্ছে জান্নাত।”^[৭]

৪. জাহান্নাম থেকে আজাদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আল্লাহ তা‘য়ালা আরাফাতের দিন যত মানুষকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করেন, অন্য কোনো দিনে তা করেন না।”^[৮]

৫. অধিক সওয়াব : হজ্জকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— “বয়স্ক, ছোট ও নারীদের জিহাদ হলো : হজ্জ ও উমরাহ।”^[৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন— “আর হজ্জের খরচাদি জিহাদে খরচের সমতুল্য সাতশত গুণ সওয়াব।”^[১০]

[৭] বুখারী ও মুসলিম

[৮] মুসলিম

[৯] মুসলিম

[১০] আহমাদ-ইমাম সুয়ুতী সহীহ বলেছেন।

৬. দোয়া কবুল হওয়া : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “হাজী সাহেবান ও উমরাকারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর নিকট যা চেয়েছে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।”^[১১]

হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া : কোনো কাফেরের প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। বেনামাজী এর অন্তর্ভুক্ত, তাই তার প্রতি হজ্ব ফরজ নয় এবং করলেও হজ্ব হবে না। তবে সঠিকভাবে তওবা করে করলে হবে।
২. সাবালক হওয়া : ছোট বাচ্চাদের প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। শিশুরা হজ্ব করলে তার সওয়াব অভিভাবক পাবে। আর এ হজ্ব তার ফরজ হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং সাবালক হওয়ার পর হজ্ব ফরজ হলে আবারও হজ্ব পালন করতে হবে।

[১১] বাজ্জার-শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন।

৩. সুস্থ বিবেকবান হওয়া : কোনো পাগলের প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। আর হজ্ব পালন করলে তা আদায় হবে না।
৪. স্বাধীন মানুষ হওয়া : কোনো দাস-দাসীর প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। আর পালন করলে তার ফরজ হজ্ব আদায় হবে না। আজাদ হওয়ার পর হজ্ব ফরজ হলে তাকে আবারও হজ্ব করতে হবে।
৫. শারীরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যবান হওয়া : যদি অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকে আর শারীরিক সামর্থ্য না থাকে তবে নিজের হজ্ব পালন করেছে এমন ব্যক্তি দ্বারা বদলি হজ্ব করানো ফরজ।
৬. সফরসঙ্গী থাকা : মহিলাদের জন্য হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত হলো : সফরসঙ্গী হিসাবে সাথে স্বামী অথবা মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ- যে-সব পুরুষের সঙ্গে সব অবস্থায় বিবাহ হারাম। যেমন : বাবা, ভাই, দাদা-নানা, চাচা, মামা, ছেলে, নাতী, শ্বশুর, আপন জামাই ইত্যাদি।